(২৫) লেখসম্পৎ—

তালপত্র, ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে লিখিত রাজার নির্দেশ-আদেশ সম্পর্কিত বিষয়কে আচার্যগণ 'শাসন' বা 'লেখ' নামে অভিহিত করেন। এই শাসন বা লেখ যে ছয়টিগুণে সমৃদ্ধ হবে সে ছয়টি গুণকেই লেখ সম্পৎ বলে। উক্ত ছয়টি গুণ হল (১) অর্থক্রম, (২) সম্বন্ধ, (৩) পরিপূর্ণতা, (৪) মাধুর্য, (৫) ঔদার্য ও (৬) স্পষ্টত্ব। লেখ বা শাসনে প্রথমে মুখ্য বিষয়ের ও পরে গৌণবিষয়ের অবতারণা করে বিষয়বস্তুর ক্রম রক্ষা করার নাম অর্থক্রম। পূর্ব পূর্ব লিখিত বিষয়ের সঙ্গে পরবর্ত্তী বিষয়ের অবিরোধে সংযোগস্থাপনকে সম্বন্ধ বলে। শাসনে বা লেখে অর্থ, পদ ও অক্ষরের ন্যূনতা বা আধিক্য না থাকা; হেতু, উদাহরণ, ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়ের নিরূপণ, এবং পদব্যবহারে অশিথিলতা,— এগুলি দ্বারা পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয়। সহজবোধ্য এবং মনোরম অর্থপ্রতিপাদক শব্দ প্রয়োগের নাম মাধুর্য। গ্রাম্যতা দোষবর্জিত শব্দ প্রয়োগের না ঔদার্য। সুপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগের নাম স্পষ্টত্ব।

(২৬) সংপ্লব—

তালপত্র, ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে লিখিত রাজার আদেশ-নির্দেশ সম্পর্কিত বিষয়কে শাসন বা লেখ বলা হয়। এই লেখ বা শাসনের যেমন অর্থক্রম, সম্বন্ধ, মাধুর্য ইত্যাদি ছয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন। তেমনি শাসন বা লেখ অকান্তি, ব্যাঘাত, পুনরুক্ত, অপশব্দ এবং সংপ্লব,— এই পাঁচটি দোষবর্জিত হবে। সংপ্লব শাসন বা লেখের পাঁচটি দোষের অন্যতম। শাসন বা লেখে যেখানে বর্গ অর্থাৎ যতিচ্ছেদ (বিষয়ক চিহ্ন) থাকার কথা নয় সেখানে যদি যতিচ্ছেদ করা হয়, এবং যেখানে যতিচ্ছেদ করার কথা সেখানে যদি তা ' প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে এ দু'টি ক্ষেত্রে সংপ্লব নামক দোষ হয়। আবার, অর্থক্রম, সম্বন্ধ ইত্যাদি যে ছয়টি লেখসম্পৎ বা শাসনগুণের কথা বলা হয়েছে, তাদের বিপর্যাস বা বৈপরীত্য যদি কোন লেখে বা শাসনে সংঘটিত হয়, তাহলে সে শাসন বা লেখ সংপ্লব নামক দোষে দুষ্ট হবে।

Scanned with CamScanner

(২৭) পরীহার—

প্রজ্ঞাপন, আজ্ঞাপন ইত্যাদি আটপ্রকার শাসনভেদ বা লেখ ভেদের মধ্যে পরীহার ও একপ্রকার শাসনভেদ বা লেখভেদ। যে শাসনে বা লেখে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ জাতি, বিশেষ বিশেষ নগর গ্রাম ও দেশ সম্বন্ধে রাজার নির্দেশ অনুসারে কররহিতরূপ অনুগ্রহ প্রযুক্ত হয়। পন্ডিতগণ তাকে পরীহার লেখ বলেন। অমুক ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে অমুক তিথিতে কোন করগ্রহণ করবে না, এরূপ রাজনির্দেশ শাসনে লিখিত হয়ে বিশেষ জাতি বিষয়ক অনুগ্রহ প্রকাশ করে। এ সকল নগরে যাতায়াতকারী বণিকদের কাছ থেকে অমুক সময়ের জন্য কোন শুল্ক আদায় করবে না, এরূপ রাজনির্দেশ হল পুরবিষয়ক অনুগ্রহ। অমুক দেশের লোকেদের কাছ থেকে অমুক সময়ের মধ্যে রাজপ্রাপ্য যে কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে তা' মকুব করা হল, এ প্রকার লিখিত রাজনির্দেশের নাম বিশেষ দেশবিষয়ক অনুগ্রহ। এভাবে আরো নানা প্রসঙ্গে রাজশাসন বা রাজলেখের মাধ্যমে নানাপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শণ করা যেতে পারে। এই যে অনুগ্রহ তা' কখনো কর অগ্রহণরূপ, কখনো রাজাকর্তৃক ধনদানরূপ এবং কখনো বা এই উভয়ই, এই তিন রকমের হতে পারে।

Scanned with CamScanner